102

ভোরের কাগজ

তারিখ 15 JUL 1998

পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

ছাত্র-শিক্ষকদের শপথ গ্রহণ, সেমিনার ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির মধ্য দিয়ে গণবিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু

কাগজ প্রতিবেদক : গণবিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম গতকাল মঙ্গলবার শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষে গতকাল নয়ারহাটস্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব ক্যাম্পাসে ছাত্র ও শিক্ষকদের শপথ গ্রহণ, সেমিনার ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

গতকাল সকালে জাতীয় স্মৃতিসৌধে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জানিয়ে অনুষ্ঠানমালার শুরু হয়। এরপর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আমিরুল ইসলাম চৌধুরী শিক্ষকদের এবং বাংলাদেশ মেডিকেল ও ডেন্টাল কাউন্সিলের সভাপতি অধ্যাপক আবু আহমদ চৌধুরী ছাত্রদের শপথ গ্রহণ পরিচালনা করেন।

সকাল সাড়ে ১০টায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ও বিশ্ববিদ্যালয় ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারপারসন কাজী ফজলুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় সেমিনার। গণবিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে অধ্যাপক জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী 'ভবিষ্যতের গণবিশ্ববিদ্যালয় ও বাংলাদেশের উন্নয়ন' এবং অধ্যাপক আবু আহমদ চৌধুরী 'বর্তমান স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও ভবিষ্যতের স্বাস্থ্যসেবকদের কাছে প্রত্যাশা' শীর্ষক প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

অধ্যাপক সিদ্দিকী তার প্রবন্ধে ঔপনিবেশিক আমলে প্রবর্তিত শিক্ষার উল্লেখ করে বলেন, শাসকের নিজ প্রয়োজনে সৃষ্ট ও আরোপিত একটি ব্যবস্থার অব্যাহত ধারা সমাজকে মণ্ডিত করছে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে এক দুর্লংঘ প্রাচীর গড়ে তুলেছে। শহুরে সমাজকে পরিণত করে একটি উন্মূল সমাজে। শিক্ষা একটি মানুষকে বিশিষ্ট করবে, তাকে স্বাতন্ত্র্য দেবে- এ পর্যন্ত ঠিক আছে। কিন্তু তাকে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে- এটা মেনে নেওয়া যায় না। গণবিশ্ববিদ্যালয় একটি প্রতিশ্রুতি থাকবে সমাজের কাছে। শিক্ষাকে এই বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক সংহতি রক্ষার উপায় হিসেবে দেখবে। সমগ্র সমাজকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরীক্ষা ও প্রক্রিয়া হিসেবে দেখবে।

অধ্যাপক আবু আহমদ চৌধুরী বলেন, স্বাস্থ্যসেবক সেবা প্রদান করে থাকেন শহরে এক-চতুর্থাংশ জনগণকে। কারণ তারা গ্রামে-গঞ্জে যেতে চান না। যা কিনা স্বাস্থ্যসেবার একটি প্রধান অন্তরায়। তিনি আরো বলেন, কোথায় যেন একটা কমিউনিকেশন গ্যাপ জনসাধারণ ও স্বাস্থ্যসেবকদের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। তিনি লোভ লালসা থেকে দূরে থেকে ঐতিহ্যবাহী স্বাস্থ্যসেবায় নিয়োজিত হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

সভাপতির ভাষণে কাজী ফজলুর রহমান বলেন, স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি আমরা এখনো বাস্তবায়ন করতে পারিনি। ৫০ ভাগ লোক এখনো অক্ষরজ্ঞান বর্জিত। ৪৫ ভাগ লোক এখনো প্রশিক্ষিত চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার সুযোগ পায় না। তিনি আরো বলেন, ১০ বছর আগে যে তথ্য, জ্ঞান ও শিক্ষা ছিল, তা দ্রুত বদলে যাচ্ছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে মিল না রেখে চলতে না পারলে শিক্ষা পূর্ণ হবে না। তিনি ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ করে বলেন, কি শিখলাম- তা নয়, কি করে শিখতে হয়- তা শিখতে হবে।

সেমিনারে ড. মুহাম্মদ ইউনূস, আবু জাফর ওবায়দুল্লাহ, ডা. আজিজুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

গণবিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ডা. জাফরউল্লাহ চৌধুরী জানান, গতকাল থেকে এমবিবিএস, ডেন্টাল, ফার্মেসি ও মাইক্রোবায়োলজি বিভাগে শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয়েছে। আগামী সেশনের জন্য পরিবেশ বিজ্ঞান, ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ ও পলিটিক্স অ্যান্ড গভর্নেন্স বিভাগে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে ৩০ জন শিক্ষক এবং চারজন ভিজিটিং প্রফেসর রয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে কমিউনিটিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে প্রত্যেক শিক্ষা বছরে বাংলা, ইংরেজি ও কম্পিউটার সায়েন্স বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে।